পাকিস্তান ক্যান্টনমেন্ট সম্পত্তি বিধিমালা-১৯৫৭

(১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৬৭ পর্যন্ত সকল সংশোধনী সংযুক্তিসহ)

ভাষান্তর ঃ মোঃ ফজলুল হক
অতিরিক্ত সচিব (অবঃ)
২০০৭

পাকিস্তান ক্যান্টনমেন্ট সম্পত্তি বিধিমালা, ১৯৫৭
(০২-২-১৯৬৬ পর্যন্ত সংশোধিত)

ক্যান্টনমেন্ট সম্পত্তি বিধিমালা ১৯৫৭ এর কপি, যেইরূপ পাকিস্তান সরকারী গেজেট, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এর প্রজ্ঞাপন নং-১/৫৭, তারিখ ১ জানুয়ারি, ১৯৫৭ মারফত প্রকাশিত এবং যাহা সময়ে সময়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নং-৩/এম/এ/৭১৫৭-এল/ডি৫/৫৭, তারিখ ০৩-১২-৫৭ এবং নং-৯২/১০৮/জি/ডি-৫/৬৪, তারিখ ০২-২-১৯৬৬ মারফত প্রকাশিত হইয়াছে।

****

নং-১/৫৭, তারিখ ১ লা জানুয়ারি, ১৯৫৭। ক্যান্টনমেন্টস আইন, ১৯২৪ (১৯২৪ এর ২) এর ধারা ৩ এর দফা (ক) এবং (খ)-তে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে, এবং পূর্বতন ভারত সরকার, সেনা বিভাগ এর প্রজ্ঞাপন নং- ৯৩৬, তারিখ ২৬ শে জুন, ১৯২৫ এর বাতিলক্রমে, যাহা পরবর্তীতে সময়ে সময়ে সংশোধিত হইয়াছে, কেন্দ্রীয় সরকার নিম্নরূপে বিধিমালা প্রণয়ন করিল ঃ-

পাকিস্তান ক্যান্টনমেন্ট সম্পত্তি বিধিমালা, ১৯৫৭

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ এবং প্রবর্তন**।- (ক) এই বিধিমালা পাকিস্তান ক্যান্টনমেন্ট সম্পত্তি বিধিমালা, ১৯৫৭ নামে অভিহিত হইবে।

(খ) এইগুলি সকল ক্যান্টনমেন্টে প্রযোজ্য হইবে এবং তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।- (১) এই বিধিমালায়, বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে –

(ক) 'আইন' অর্থ ক্যান্টনমেন্টস আইন, ১৯২৪ (১৯২৪ এর ২);

(খ) 'বোর্ড' অর্থ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড;

(গ) 'বাজার এলাকা' অর্থ ক্যান্টনমেন্ট ভূমি প্রশাসন বিধিমালা, ১৯৩৭ এর বিধি ২(খ)-তে যেইরূপ সংজ্ঞায়িত হইয়াছে;

(ঘ) 'গ শ্রেণীর ভূমি' অর্থ আইনের ১০৮ ধারার অধীনে বোর্ডের উপর ন্যস্ত ভূমি;

(ঙ) 'একজিকিউটিভ অফিসার' অর্থ ক্যান্টনমেন্ট একজিকিউটিভ অফিসার;

(চ) 'ফান্ড' অর্থ আইনের ১০৬ ধারায় সংজ্ঞায়িত ক্যান্টনমেন্ট ফান্ড;

(ছ) 'সরকার' অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার, বা এমন কর্মকর্তা যাহাকে কেন্দ্রীয় সরকার উহার সকল বা কোন ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য নিয়োগ করেন;

(জ) 'স্থাবর সম্পত্তি' বলিতে ভূমি, ভূমি হইতে প্রাপ্ত সুবিধাদি এবং মাটির সংগে সংলগ্ন বস্তুসমূহ বা মাটি সংলগ্ন বস্তুসমূহের সংগে স্থায়ীভাবে সংযুক্ত কিছু অন্তর্ভুক্ত হইবে, কিন্তু দাঁড়ানো বৃক্ষ, জন্মানো শস্য বা ঘাস অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(ঝ) 'অস্থাবর সম্পত্তি' বলিতে দাঁড়ানো বৃক্ষ, জন্মানো শস্য এবং ঘাস, বৃক্ষের ফল এবং রস, ছাল, আঠা এবং স্থাবর সম্পত্তি ব্যতীত অন্য সকল প্রকারের সম্পত্তি অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত অন্যান্য শব্দাবলী যাহা আইনে বা উহার অধীনে প্রণীত বিধিমালায় ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা এই বিধিমালায় একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৩। **ক্যান্টনমেন্ট সম্পত্তি রেজিস্টার।**- (১) স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি যাহা বোর্ডের উপর ন্যস্ত এবং উহার মালিকানাধীন সেইগুলির রেজিস্টারসমূহ পাকিস্তান ক্যান্টনমেন্ট এ্যাকাউন্ট কোড, ১৯৫৫-তে নির্ধারিত ফরম নং- ক্যান্টঃ ২৪-খ, নং- ক্যান্টঃ ২৫-খ এবং নং- ক্যান্টঃ ৩৮-খ অনুসারে সংরক্ষণ করা হইবে।

স্থাবর সম্পত্তির স্থান নকশা সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে রেকর্ড করা হইবে।

(২) সকল 'গ' শ্রেণীর ভূমি যাহার জন্য সরকারকে খাজনা পরিশোধযোগ্য, উহা ক্যান্টনমেন্ট ভূমি প্রশাসন বিধিমালা, ১৯৩৭ এর তফসিল ১৯ এ প্রদত্ত রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

৪। **সরকারে ন্যস্ত ভূমি ব্যতীত অন্য ভূমি ক্রয় বা ইজারা।**- আইনের ধারা ১০৯ এবং ১১০ এর বিধানসমূহ সাপেক্ষে, বোর্ড যেই কোন স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় বা ইজারা লইতে পারে (ঐ সম্পত্তি ব্যতীত যাহা কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য সরকারে ন্যস্ত) যাহা ক্যান্টনমেন্ট এর প্রশাসন সংশ্লিষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট কাজে প্রয়োজন।

শর্ত থাকে যে, বোর্ড সরকার বা নিযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত কোন সম্পত্তি হুকুম দখল করিবে না।

৫। **ভূমি হুকুম দখল আইন, ১৮৯৪ এর অধীনে ভূমি হুকুম দখলের দরখাস্ত।**- (১) আইনের ১১০ ধারার অধীনে সরকারের নিকট কোন স্থাবর সম্পত্তি হুকুম দখলের দরখাস্ত করার সময়, বোর্ড উহা হুকুম দখলের প্রয়োজন স্পষ্টভাবে বর্ণনা করিবে, এবং প্রদেয় ক্ষতিপূরণ এর একটি মোটামুটি প্রাক্কলন দাখিল করিবে এবং যদি কোন ভূমি রাজস্ব পরিশোধ করিতে হয়, তাহা হইলে উহা উল্লেখ করিবে।

(২) এইরূপ কোন সম্পত্তি হুকুম দখলের জন্য যেই পরিমাণ ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হয় এবং অন্যান্য সকল খরচ যাহা প্রয়োজন, তাহা একজিকিউটিভ অফিসার পরিশোধ করিবেন এবং উহার ফলে ঐ সম্পত্তি বোর্ডের উপর ন্যস্ত হইবে।

(৩) যখন কোন ভূমি একটি নতুন সড়ক নির্মাণ বা কোন বিদ্যমান সড়কের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন হয়, তখন বোর্ড রাস্তার জন্য প্রয়োজনীয় ভূমির অতিরিক্ত, রাস্তার উভয় পার্শ্বে যেই সকল দালান নির্মাণ করিতে হইবে, উহাদের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি হুকুম দখলের উদ্যোগ (আইনের ১১০ ধারায় বর্ণিত পদ্ধতিতে) গ্রহণ করিতে পারে এবং এইরূপ ভূমি আইনের উদ্দেশ্য পূরণে প্রয়োজন হিসাবে গণ্য হইবে।

৬। **সরকারে ন্যস্ত ভূমি বোর্ডের নিকট হস্তান্তর।**- (১) যখন ক্যান্টনমেন্টের কোন ভূমি সরকারে ন্যস্ত, উহা যদি ক্যান্টনমেন্টের প্রশাসনের সংগে যুক্ত কোন উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হয়, তখন বোর্ড সরকারের নিকট কারণ ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া ঐ ভূমি বরাদ্দের আবেদন করিতে পারে।

সরকার যেইরূপ উপযুক্ত মনে করে, সেইরূপ শর্ত সাপেক্ষে ঐ ভূমি বোর্ডকে হস্তান্তর করিতে পারে।

(২) যদি আবেদনকৃত ভূমি কোন উদ্দেশ্যে পূর্বেই দখল করা হইয়া থাকে, তবে বোর্ডের নিকট উহার হস্তান্তর ক্যান্টনমেন্ট ভূমি প্রশাসন বিধিমালা, ১৯৩৭ এর বিধি ৭ অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(৩) যদি ভূমি এমন কোন উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হয় যাহা হইতে বোর্ডের আয় হইতে পারে, তাহা হইলে উহা বোর্ডের নিকট এইরূপ শর্তে এবং এইরূপ বার্ষিক খাজনার বিনিময়ে হস্তান্তর করা হইতে পারে যাহা সরকার নির্ধারণ করিবে।

শর্ত থাকে যে, বাজার এলাকার 'গ' শ্রেণীর ভূমির জন্য কোন খাজনা আরোপ করা হইবে না।

আরো শর্ত থাকে যে, বিশেষ পরিস্থিতিতে ভূমি খাজনা ছাড়াই হস্তান্তর হইতে পারে।

৭। **সরকার কর্তৃক পুনঃগ্রহণ।**- (১) যদি কোন সময়ে-

(i) সরকার কর্তৃক বোর্ডের নিকট হস্তান্তরিত ভূমি যেই উদ্দেশ্যে হস্তান্তর করা হইয়াছিল সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতেছে না; বা

(ii) সরকারের মত অনুসারে যেই শর্তাবলী সাপেক্ষে ভূমি হস্তান্তর করা হইয়াছিল তাহা ভংগ করা হইয়াছে; বা

(iii) ভূমিকোন জনস্বার্থে প্রয়োজন;

তখন সরকার ঐ ভূমি যেই পরিমাণ অর্থ বোর্ড ঐ হস্তান্তরের জন্য পরিশোধ করিয়াছিল, উহা এবং উহার উপর বোর্ড কর্তৃক কোন দালান, কার্যাদি, উন্নয়ন যাহা পরবর্তীতে নির্মাণ, বাস্তবায়ন করিয়া থাকে, ক্ষেত্র বিশেষে যেইরূপ হয়, উহা ব্যতীত অন্য কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ছাড়াই পুনঃগ্রহণ করিতে পারে।

(২) প্রত্যেক ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ সরকার কর্তৃক নির্ধারণ করা হইবে।

(৩) হস্তান্তরের শর্তাবলী লঙ্ঘন করিয়া যেই সকল দালানাদি বা কার্যাদি নির্মাণ বা তৈরী করা হইয়াছে, উহার জন্য কোন ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে না।

৮। **ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডসমূহ কর্তৃক স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর।-** যেই স্থাবর সম্পত্তি বোর্ডের উপর ন্যস্ত এবং বোর্ডের মালিকানাধীন, উহা কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রয়, বন্ধক, অদলবদল বা অন্য কোন প্রকারে বোর্ড কর্তৃক হস্তান্তর করা হইবে না, যদি না উহা সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে হয় এবং এমনভাবে বা এমন নিয়ম ও শর্তাবলী সাপেক্ষে হয়, যাহা সরকার সাধারণভাবে বা কোন শ্রেণীর বিষয়ের ক্ষেত্রে বা বিশেষভাবে কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অনুমোদন করেন।

৯। **ক্যান্টনমেন্ট সম্পত্তি ইজারা নিয়ন্ত্রণকরণ নিয়মাবলী।-** (১) কোন 'গ' শ্রেণীর ভূমি ইজারা প্রদান করা হইবে না বা অন্য কোন উপায়ে বোর্ড কর্তৃক হস্তান্তর করা হইবে না, যদি সরকার এই বিষয়ে কোন আদেশ করেন, তবে উহা অনুসারে করা ব্যতীত।

(২) উপ-বিধি (১) এর বিধানসমূহ সাপেক্ষে ক্যান্টনমেন্ট ফান্ড দালানসমূহ বোর্ড কর্তৃক নিম্নরূপ শর্তাবলী অনুসারে ইজারা প্রদান করা যাইতে পারে ঃ-

(i) ইজারার সম্পূর্ণ মেয়াদের জন্য একটি যুক্তিযুক্ত খাজনা নির্ধারণ করা হয় এবং উহা প্রদেয় করা হয়;

(ii) ইজারা পাঁচ বৎসরের অধিক মেয়াদের জন্য বোর্ডের এবং দশ বৎসরের অনধিক মেয়াদের জন্য পরিচালক, সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস প্রশাসন এর বা দশ বৎসরের অধিক মেয়াদের জন্য সরকার বা সরকার কর্তৃক নিয়োজিত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত প্রদান করা হয় না।

শর্ত থাকে যে, যেই ক্যান্টনমেন্ট ফান্ড দালানের বার্ষিক খাজনা এক হাজার পাঁচশত টাকার অধিক নয়, ক্যান্টনমেন্ট একজিকিউটিভ অফিসার পাঁচ বৎসরের অনধিক মেয়াদের জন্য উহার ইজারা প্রদান করিতে পারেন; এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এই বিধির অধীনে উহার কার্যাবলী একজিকিউটিভ অফিসারকে, হয় সাধারণভাবে যেই কোন ধরনের বিষয়ের জন্য অথবা বিশেষভাবে কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অর্পন করিতে পারে; এবং এইরূপ অর্পনের বিষয় সঙ্গে সঙ্গে সরকারের নিকট রিপোর্ট করা হইবে; এবং

(iii) প্রত্যেক ইজারা চুক্তি –

(ক) ইজারা গ্রহীতাগণ কি উদ্দেশ্যে বা উদ্দেশ্যাবলীর জন্য ইজারা প্রদানকৃত সম্পত্তি ব্যবহার করিবে উহা স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করিবে;

(খ) অন্যান্য শর্তাবলী যাহা প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইবে এবং যাহা সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্দিষ্ট করা হইবে উহা উল্লেখ থাকিবে; এবং

(গ) ইজারা অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষকে এমন ক্ষমতা প্রদান উল্লেখ থাকিবে, যাহাতে তিনি ইজারা বাতিল করিতে পারেন এবং যেই উদ্দেশ্যে ইজারা প্রদান করা হইয়াছে, উহা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ঐ সম্পত্তি এইরূপ কর্তৃপক্ষের লিখিত আদেশ ব্যতীত ব্যবহৃত হইলে উহাতে প্রবেশ এবং পুনঃ গ্রহণ করিতে পারেন।

(iv) ইজারাদারকে তাহার বক্তব্য শ্রবণের যুক্তিযুক্ত সুযোগ প্রদানের শর্ত সাপেক্ষে একজিকিউটিভ অফিসার যেই কোন ইজারাদারকে সম্পত্তি হইতে অতি দ্রুত অপসারণ করিতে পারেন, যিনি উপ-বিধি (২) এর দফা ৩ এর প্যারা 'গ' মারফত সম্পাদিত ইজারা চুক্তির কোন শর্ত লঙ্ঘন করিয়াছেন;

(v) এই বিষয়ে সরকার নির্দেশিত সাধারণ বা বিশেষ আদেশের নিয়ম ও শর্তাবলী সাপেক্ষে একজিকিউটিভ অফিসার বোর্ড এর মালিকানাধীন বা ভাড়াকৃত দালানসমূহ একজন ক্যান্টনমেন্ট কর্মচারীর বাসস্থান হিসাবে ব্যবহারের জন্য বরাদ্দ করিবেন;

(vi) একজিকিউটিভ অফিসার বা একজন ক্যান্টনমেন্ট কর্মচারীর বসবাসের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত বা সংগ্রহকৃত আবাসিক দালান সরকারের লিখিত অনুমোদন ব্যতীত সাধারণতঃ অন্য কাহারো দ্বারা ব্যবহৃত হইবে না;

(vii) সরকার যেইরূপ নির্ধারণ করিবে, সেইরূপ ফরমে ইজারা চুক্তি সম্পাদন করা হইবে।

(৩) সময়ে সময়ে প্রদত্ত সকল ইজারার একটি বিবরণ যেইরূপ সরকার নির্দিষ্ট করে, সেইরূপে এবং ফরমে সরকারের নিকট দাখিল করা হইবে।

১০। **কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর এর ক্ষমতা।-** এই বিধিমালায় যাহাই থাকুক না কেন, বোর্ড, সরকারের ইচ্ছাক্রমে, আইনের ১০৮ ধারা বলে প্রত্যেক ক্ষেত্রে যেই পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং শর্তাবলী স্থির করা হয়, সেইরূপে যেই কোন স্থাবর সম্পত্তি যাহা বোর্ডের উপর ন্যস্ত এবং উহার মালিকানাধীন, উহা সরকারের নিকট হস্তান্তর করিতে পারে;

শর্ত থাকে যে, কোন ট্রাস্ট বা গণ অধিকার যাহার বলে কোন সম্পত্তি, দাতব্য সম্পত্তি বা ফান্ড বোর্ডের দখলে আছে উহা এইরূপ হস্তান্তর দ্বারা প্রভাবিত হইবে না;

আরো শর্ত থাকে যে, বোর্ড কর্তৃক ট্রাস্টি হিসাবে কোন কিছু করা হইলে বা করার ইচ্ছা করা হইলে যদি উহা সরকারের মত অনুসারে আইনের সংগে সঙ্গতিপূর্ণ না হয় বা ট্রাস্টের উদ্দেশ্য বা শর্তাবলীর লঙ্ঘন হয়, তখন সরকার আদেশ বলে (ক) কার্যবিধিসমূহ বাতিল করিতে পারে; (খ) ট্রাস্টি হিসাবে বোর্ড কর্তৃক গৃহীত কোন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন স্থগিত করিতে পারে; (গ) প্রস্তাবিত কোন কিছু করা নিষিদ্ধ করিতে পারে; বা (ঘ) উহা যেইরূপ সঠিক মনে করে সেইরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ আবশ্যক করিতে পারে;

ইহাও শর্ত থাকে যে, আইনের প্রবর্তনের ঠিক পূর্বে যেই ভূমি বা স্থাবর সম্পত্তি বোর্ডের দখলে বা মালিকানায় ছিল, উহা বাজার মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে সরকার, বা প্রাদেশিক সরকার বা যেই কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে হস্তান্তর করা যাইতে পারে।

১১। **অস্থাবর সম্পত্তি হুকুম দখল এবং হস্তান্তরের ক্ষমতা।-** আইনের ১০৯ ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে, বোর্ড আইনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় যেই কোন অস্থাবর সম্পত্তি হুকুম দখল করিতে পারে, এবং পাকিস্তান এ্যাকাউন্ট কোড, ১৯৫৫-তে প্রদত্ত নীতি অনুসারে যেই কোন অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় বা অন্যভাবে হস্তান্তর করিতে পারে;

শর্ত থাকে যে, একজিকিউটিভ অফিসার বিক্রয় বা অন্য রূপে এইরূপ যেই কোন সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারেন, যাহার মূল্য অনধিক এক হাজার টাকা এবং আরো শর্ত থাকে যে, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড সাধারণভাবে যেই কোন শ্রেণীর বিষয়ে বা বিশেষভাবে কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে উহার কার্যাবলী একজিকিউটিভ অফিসারকে অর্পন করিতে পারে এবং এইরূপ অর্পনের বিষয় সংগে সংগে সরকারের নিকট রিপোর্ট করা হইবে।

১২। **স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ঋণ আইন, ১৯১৪ এর বিধানসমূহের ব্যতিক্রম।-** এই বিধিসমূহের কোন কিছুইা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ঋণ আইন, ১৯১৪ (১৯১৪ এর ৯) বিধানসমূহকে প্রভাবিত করিবে না, যাহার অধীনে উহাতে বিধিত এবং উহার আওতায় প্রণীত বিধানসমূহে যাহা বিধিত আছে উহা ব্যতীত, কোন বোর্ড কোন কারণে অর্থ ঋণ গ্রহণ করিবে না বা অন্যভাবে উহার সম্পত্তি বা ফান্ড ব্যয় করিবে না।

১৩। **বোর্ডের নিকট প্রাদেশিক সরকার এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষসমূহের মালিকানাধীন সম্পত্তি হস্তান্তর।-** যখন কোন ভূমি বা অন্য স্থাবর সম্পত্তি, যাহা প্রাদেশিক সরকারের উপর ন্যস্ত বা উহার প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন, উহা যদি ক্যান্টনমেন্টের প্রশাসনের সংগে সংশ্লিষ্ট কারণে বোর্ডের প্রয়োজন হয়, তখন বোর্ড কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ঐ ভূমি বা সম্পত্তি সংগ্রহের জন্য দরখাস্ত করিবে।

এইরূপ ভূমি বা সম্পত্তি সংগ্রহ করার ব্যয় বা উহার জন্য প্রদেয় অন্যান্য অর্থ একজিকিউটিভ অফিসার ক্যান্টনমেন্ট ফান্ড হইতে সরকারের আদেশ অনুযায়ী প্রদান করিবেন।

এই বিধির কোন কিছুই বোর্ড এর পক্ষে একটি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হইতে চুক্তির মাধ্যমে ভূমি বা সম্পত্তি ক্রয় করিতে প্রতিবন্ধক হইবে না।

১৪। **মামলাসমূহ**।- ক্যান্টনমেন্ট সম্পত্তি এবং ফান্ড সংক্রান্ত সকল মামলা যাহা পূর্বে উল্লেখিত বিধিমালার আওতায় পড়ে, উহা একজিকিউটিভ অফিসার বা তাহার দ্বারা এই বিষয়ে লিখিতভাবে ক্ষমতা প্রদত্ত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক দায়ের করা, প্রতিনিধিত্ব করা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা, মামলা তুলিয়া নেওয়া বা আপোষ করার কাজ করা হইবে এবং এইরূপ ক্ষমতা প্রদানের বিষয় সংগে সংগে সরকারের নিকট রিপোর্ট করা হইবে।

সরকার এই বিষয়ে যেইরূপ নির্দিষ্ট করে সেইরূপ সময়ে সময়ে একজিকিউটিভ অফিসার সকল মামলা সংক্রান্ত তথ্যাদি বোর্ড এবং পরিচালক, সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস প্রশাসনের নিকট অবগতির জন্য রিপোর্ট করিবেন।

১৪ক। **ইজারাসমূহ বাতিলকরণ**।- কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে যদি সরকারের এইরূপ মনে করার কারণ থাকে যে, এই বিধিমালার অধীনে জারীকৃত আদেশসমূহ ক্যান্টনমেন্ট ফান্ডের স্বার্থের পরিপন্থী, বা কোন সম্পত্তির ইজারা সরকারের সর্বোত্তম সুবিধায় প্রদান করা হয় নাই, তখন সরকার নিজ উদ্যোগে আদেশ করিতে পারে যে, ঐরূপ আদেশ বা ইজারা, ক্ষেত্র বিশেষে যেইরূপ হয়, নির্দিষ্টরূপে পরিবর্তন, সংশোধন বা বাতিল করা হইবে।

১৪খ। **ক্ষমতা অর্পন**।- একজিকিউটিভ অফিসার সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে লিখিত আদেশ দ্বারা, তাহার অধঃস্তন একজন কর্মকর্তা বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষকে আদেশে নির্দিষ্টভাবে বর্ণিত, এই বিধিমালার অধীন, তাহার সকল বা যেই কোন ক্ষমতা অর্পন করিতে পারেন।

১৫। **ভাষ্যকৃত ব্যাখা**।- এই বিধিমালার ব্যাখ্যার ক্ষমতা সরকারের নিকট থাকিবে যাহা চূড়ান্ত হইবে।

নীচে দাগ প্রদত্ত শব্দাবলী প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নং- ৯২/১০৮/জি/ডি৫/৬৪, তারিখ ০২-২-১৯৬৬ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।